উপক্রমণিকা

উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিংশ শতকের প্রথম চার দশক কালসীমার মধ্যে রচিত অসমীয়া সাহিত্যের কাব্য - নাটক - উপন্যাস - ছোটগল্প ও রসরচনা যদিও আমাদের বক্ষ্যমাণ তুলনামূলক আলোচনার বিষয়বস্তু, তবু আমরা পটভূমিরূপে অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসের একটি রূপরেখাও প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরে ঐ আলোচনার সূচনা করেছি। কিন্তু সূচনারও সূচনা আছে। যে দেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, সেই দেশের সর্বাঙ্গীন ইতিহাসটুকুও জানা থাকা ভাল মনে হয়। কি সেই দেশের গড়ন, কি তার জাতিগত ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, কোথায় তার স্বাতন্ত্র্য, কি তার রাজনৈতিক উত্থান পতনের স্বরূপ - এই সব বৃত্তান্তও উক্ত পটভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে বৈ কি। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, আধুনিক পর্বের সাহিত্য আলোচনার জন্য অত প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট টেনে না আনলেও চলে, সাহিত্যের ইতিহাসের পটভূমিই তো যথেষ্ট। তবু আমরা আসামের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এঁকে দিলাম এই উপক্রমণিকায়। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -"সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো"। (যোগাযোগ)। বলা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে প্রবীণ ঐতিহাসিকদের পরিবেশিত তথ্যাদিই আমাদের প্রধান উপকরণ।

ভারতের পূর্ব সীমান্ত রাজ্য আসাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রমণীয়। পর্বত, অরণ্য, উপত্যকা, সমভূমি, নদী- সব মিলিয়ে এ যেন ইংরেজ কবি স্কটের ভাষায় -

Meet nurse for a poetic child !

Land of brown heath and shaggy wood,

Land of mountain and of flood.

আসামের উত্তরে চীন, পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাংলা দেশ। এই ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অবয়ব গড়তে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

আদি কাল থেকে এক ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী-অধ্যুষিত দেশ ও জাতিসমূহ, তাই এর সংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছে চীন, তিব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ, বাংলা দেশের সঙ্গে। আসামের প্রাণপ্রবাহ ব্রহ্মপুত্র নদ আসামকে করেছে উর্বরা, তার উচ্ছল জলধারা নীচে নেমে এসে মিশে গেছে বাংলার পদ্মা-গঙ্গার বুকে। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ আসাম দীর্ঘকাল ধরে প্রলুব্ধ করেছে প্রতিবেশী দেশ সমূহের অধিবাসীগণকে। এই বহিরাগতরা তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি সঙ্গে এনেছিল এবং কালক্রমে তা মিলিয়ে দিয়েছিল আসামের সংস্কৃতির সঙ্গে। গড়ে উঠলো এক মিশ্র সংস্কৃতি।

পৌরাণিক যুগে এদেশের নাম ছিল 'প্রাগজ্যোতিষ', ঐতিহাসিক যুগে এর 'কামরূপ' নাম পাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি কালিদাস প্রাগজ্যোতিষের সঙ্গে 'কামরূপ' নামেরও উল্লেখ করেছেন তাঁর 'রঘুবংশ' কাব্যে। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলে গেছেন - কামরূপ ছিল এক বিস্তৃত রাজ্য। দশম শতাব্দীতে রচিত 'কালিকা পুরাণে'র বর্ণনা থেকে জানা যায় - প্রাচীন কামরূপের পরিধি ছিল সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে সমগ্র উত্তর বঙ্গ অর্থাৎ কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমান 'আসাম' নামের উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিতরা একমত নন। 'আসাম বুরঞ্জী'তে 'আহাম' ও 'আচাম' নাম পাওয়া যায়। স্যার এডওয়ার্ড গেইট এবং হেমচন্দ্র বড়ুয়ার মতে আসামের অর্থ হলো 'peerless, unparalled' - অনেকে বলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে (১২২৮ খৃঃ) 'টাই' জাতির আহোম শাখা সুকাফা নামে জনৈক রাজকুমারের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের 'শান' অঞ্চল থেকে এসে এদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। তাই তাঁদের এদেশে বলা হত আশান, আসাম, আচাম। ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মনে করেন 'আসাম' শব্দটি 'আচাম' শব্দের সংস্কৃত রূপ মাত্র। 'টাই' ভাষায় 'চাম' অর্থ পরাজিত, অ-উপসর্গযুক্ত হয়ে তা হলো 'আচাম' অর্থাৎ অপরাজিত। বিজেতার পরাক্রম সূচক এই শব্দটি কালক্রমে বিজিত দেশের নামে পরিণত হয়েছে। অন্যমতে উপত্যকাময় অসমতল ভূমি বলে এর নাম অ-সম, তা থেকে আসাম।

হেমচন্দ্র বরুয়া বলেন - "The principal races that have migrated into this land are Austro-Asiatics, Dravidians, Tibeto-Burmans, Mongoloids and Aryans"[1].
ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় এদের মতে এদেশে প্রথম আসে অস্ট্রো-এশিয় জাতি, যাদের পরিচয় রয়েছে আসামের খাসী ও জয়ন্তীয়া পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে। মহাকাব্য পুরাণ ইত্যাদির মতে আসামের আদি অধিবাসীরা ছিল নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি যাদের বলা হত 'ম্লেচ্ছ' 'অসুর'। ডঃ বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া বলেন - "The earliest inhabitant of Assam spoke and Indo-Chinese language of the Mon-khmer family, which is, according to Schimdt, a branch of the Austric family of languages"[2].

কিন্তু সেই আদিভাষা এবং অনুরূপ ভাষা সমূহের সঙ্গে বর্তমান অসমীয়া ভাষার সম্পর্ক কিছু আছে কি? খাসিয়া ভাষা বা বড়ো ভাষার প্রচলন এখনো কিছু কিছু থাকলেও তা আর্য ভাষার অসমীয়া রূপের মধ্যে ক্রমেই আত্ম বিলোপ করে চলেছে। স্যার এডওয়ার্ড গেইট বলেন - "The Ahoms have abandoned their tribal dialect in favour of Assamese, and the Rabhās, Kachāris and other tribes are following their example "[3].
বাংলা এবং ওড়িয়ার মতো ভারতীয় আর্যভাষার মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত অসমীয়া ভাষা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে স্বকীয় রূপ পেতে থাকে, অবশ্য মধ্য ভারতীয় আর্য থেকে তার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন — একথা বলা হয়েছে রাজা ভাস্কর বর্মণের সময়ে আগত পরিব্রাজক হিউএনসাঙের বিবরণীতে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যতম শাখা আধুনিক অসমীয়া ভাষায় ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে অস্ট্রিয়, খাসী, বড়ো, কাছারি এবং 'টাই' বা আহম ভাষার নানা বিচিত্র শব্দ। ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - "ভাষার দিক হইতে দেখিলে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মত প্রাচীন মুণ্ডা কোন মনখ্মের ভোটব্রহ্ম নরগোষ্ঠীর (কিরাতে) ভাষা প্রভাবিত প্রাচীন আর্য ভাষার অপভ্রংশ ও জটিল

সংমিশ্রণ।"[৪] বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষার এই চরিত্রগত সাদৃশ্য স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় - এই দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি ছিল ? এ সম্বন্ধে ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন - "The common dialect in North Bengal and Assam continued as one speech, as a member of the Bengali-Assamese group of dialects. In the 15th century it split up into two sections, Assamese and North Bengali, when Assamese started on a literary career and an independent existence of its own by not acknowledging the domination of literary Bengali already established in East Bengal as well "[5].

অসমীয়া জাতির জনতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত হলো - ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর স্পর্শ একমাত্র আসামে ছাড়া কোথাও তেমন গভীর ভাবে লাগেনি। এই মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মুণ্ডাকৃতি গোল নয়, নাক চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উন্নত, দেহ ও মুখমণ্ডল কেশবিহীন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেন - "উত্তর পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বড়ো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর কোচ পালিয়া রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারা প্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আসামে এই ধারা সর্বত্রই, সমাজের সকলস্তরেই প্রবহমান, তবে উচ্চ বর্ণগুলির ভিতর গোল মুণ্ড আলপাইন এবং কিছু পরিমাণে দীর্ঘমুণ্ড আদি-নর্ডিক ধারাও সুস্পষ্ট। এই শেষোক্ত দুই ধারাই আসামের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি।"[৬]

আসামে আর্যদের আগমন কবে ঘটেছিল, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা শক্ত, তবে একথা সত্য যে অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, কিরাত, বড়ো, ভোটচীনাদের পরেই আর্যরা এদেশে এসেছিল। তার আগেই আর্যেতর সংস্কৃতির একটি ভিত্তি প্রধান গড়ে উঠেছিল।

ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতির ধারা প্রবল ও সমুন্নত আর্যসংস্কৃতির সমুদ্র-সঙ্গমে এসে মিলে গেল। আর্য-অভ্যাগমের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।[৭] বরাহরূপী বিষ্ণু ও ধরিত্রীর পুত্র তথা বিদেহরাজ জনকের পালিত পুত্র নরক কিরাত রাজ ঘটককে পরাজিত করে প্রাগজ্যোতিষের রাজা হলেন এবং বিদেহ থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এসে সেখানে হিন্দু ধর্মের সূচনা করলেন। নরকের পর রাজা হলেন মহাভারত খ্যাত ভগদত্ত। প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবদের বশ্যতা তিনি স্বীকার করেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছিলেন এবং অর্জুনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর পুত্র বজ্রদত্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজা হয়ে অর্জুনের সঙ্গে বিরাট যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় আনুমানিক খৃঃপূর্ব দশম শতাব্দীতে, সেই হিসাবে বজ্রদত্তের সময় সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী। এর পর নানা পুরাণ ধর্মগ্রন্থে একাধিক রাজার উল্লেখ থাকলেও তাঁদের পরিচয় আদৌ সুস্পষ্ট নয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকেই আমরা কামরূপের ধারা বাহিক রাজন্যবর্গের সুস্পষ্ট পরিচয় পাচ্ছি। আনুমানিক ৩৫৫ খৃষ্টাব্দে কামরূপের রাজা হলেন সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক পুষ্যবর্মণ। তিনি রাজা নরকের বংশধর বলে দাবী করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের নাম হলো বর্মণ বংশ। এই বংশের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ভাস্কর বর্মণ ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তাঁর রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনসাঙ কামরূপে এসেছিলেন। ভাস্কর বর্মণের কামরূপ রাজ্য বর্তমান আসাম উপত্যকা, জয়ন্তীয়া, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ঐতিহাসিক স্যার গেইট অনুমান করেন। তিনি সম্ভবত ৫৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই উদারচেতা নৃপতির মৃত্যুর পর অন্তর্বিরোধে বর্মণ বংশের পতন ঘটে।

ভাস্কর বর্মণের পর শালস্তম্ভ নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শালস্তম্ভ রাজবংশ কামরূপে ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা ত্যাগ সিংহের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই অমাত্যবর্গ ব্রহ্মপাল নামক জনৈক

রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তিনি ১১00 শতাব্দীতে প্রথম দিকে পাল রাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের শেষ রাজা ধর্মপাল গৌড়ের রাজা রামপাল কর্তৃক বিজিত হন। পালবংশের বিলোপের পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈদ্যদেব রাজা হন। তারপর 'দেব' উপাধিধারী কতিপয় রাজা কিছুকাল রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় তিব্বত অভিযানের পর প্রত্যাবর্তনের পথে বখতিয়ার খিলজী কামরূপ রাজ পৃথুর সঙ্গে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রহ্মদেশের 'শান' অঞ্চল থেকে এসে আহোম নামে 'টাই' জাতির একটি শাখা আসাম অধিকার করে নেয়। 'আসাম' নামটি আহোম শব্দ থেকে এসেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী কামতা রাজ্য শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব হুসেন শাহ কামতারাজকে পরাজিত করে কামরূপ অধিকার করেন। আসামের উত্তর পূর্বে আহোম রাজারা দীর্ঘকাল ধরে উপজাতিদের ও মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছিলেন। সপ্তদশ শতকে বাংলার সুবেদার মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু আহোমদের প্রতিরোধে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করতে বাধ্য হন। কিন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানা কারণে শক্তিশালী আহোম রাজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বিনষ্ট হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ব্রহ্মদেশ আসাম আক্রমণ করে এবং কিছুকাল শাসন করে (১৮১৯ - ১৮২৪)। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমগ্র আসাম অধিকার করে নেয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আইন বলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র একটি প্রদেশরূপে গঠিত হয়, কিন্তু প্রবল গণ আন্দোলনের ফলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সেই ব্যবস্থা রদ হয়ে যায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য প্রদেশের মত আসামকেও স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশ বলে ঘোষণা করা হয়। সমগ্র ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভাবে যুক্ত হয়ে আসামের জনগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আসামের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে এবার আমরা অসমীয়া সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অনুসরণ করব এবং তারপর বেজ বরুয়া যুগের সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হব।

সূত্রনির্দেশ

~~1. History of Assamese literature - Dr. Birinchi K. Barua, P.5.~~

1. Assamese literature - Dr. Hem Barua, P.12.

2. History of Assamese literature - Dr. Birinchi K. Barua, P.5.

3. History of Assam - Sir E. A. Gait, P. 1.

৪। অসমীয়া সাহিত্য - ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬।

5. Origin and development of the Bengali Language - Dr. Suniti K. Chatterjee, Vol.I, P.98.

৬। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (প্রথম ভাগ) - ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ৪৬।

৭। রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় Sir E. A. Gait-এর History of Assam - গ্রন্থটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে সর্বাধিক।